

রিপোর্টের ফলশ্রুতিতে নীল চাষ সংক্রান্ত একটি আইন পাশ হয়। তাতে বলা হয়, চাষীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নীল চাষে বাধ্য করা যাবে না। স্বতঃস্ফূর্ত নীল বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করে।

দক্ষিণাঞ্চলের দাঙ্গা বা ডেকান রাইটস (Deccan Riots) : ১৮৭৫ সালের মে-জুন মাসে পুনে, সাতারা এবং আহমেদনগর—মহারাষ্ট্রের এই তিন জেলায় দরিদ্র কৃষকরা চরম দুর্দশার কারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ ছিল মূলত ঐ অঞ্চলের মহাজনদের চরম আর্থিক শোষণের বিরুদ্ধে। এর মূল লক্ষ্য ছিল মহাজনদের কাছে গচ্ছিত ঋণসংক্রান্ত কাগজপত্র ফেরৎ পাওয়া এবং কৃষক স্বার্থবিরোধী বস্তু, ডিক্রি ইত্যাদি ধ্বংস করা।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে ঔপনিবেশিক স্বার্থে পরিচালিত কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ (commercialization of agriculture) ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে মহাজন শ্রেণির উদ্ভব ঘটায়। চড়া সুদে গরীব কৃষকদের ঋণ, ছলে-বলে-কৌশলে গরীব কৃষকদের বন্ধক দেওয়া জমি আত্মসাৎ—এই সবই কৃষক অসন্তোষ চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এর সাথে ছিল কৃষকদের অভাবী বিক্রি, উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, ক্রমবর্ধমান রাজস্ব-এরই মিলিত প্রভাব দরিদ্র কৃষকদের মরা-বাঁচার প্রান্তসীমায় নিষ্ক্ষেপ করেছিল।

মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ ক্রমে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ-বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৮৭৯ সালে এই অঞ্চলে বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে-র নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলন শুরু হয়। যদিও এই আন্দোলন খুব বেশি সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রলোভনে ফাড়কের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফাড়কে ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। জেলে অনশন করে ১৮৮৩ সালে তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (Santhal Rebellion) : স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের কৃষক আন্দোলনে সাঁওতাল বিদ্রোহ অন্যতম। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে বর্তমান ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রিটিশ আমলে জমিদার, মহাজন ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে আদিবাসী সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে। এই আন্দোলন ছিল জঙ্গী প্রকৃতির। এই বিদ্রোহ 'সাঁওতাল হুল' নামেও পরিচিত ছিল। সাঁওতালী ভাষায় 'বিদ্রোহ'-কে 'হুল' বলা হয়।

প্রধানত সিধু মুর্মু ও কানহু মুর্মু এই দুই সহোদর ভাইয়ের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। দশ হাজার সাঁওতাল কৃষকের সমাবেশ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। এই অঞ্চলে সমান্তরাল সরকার পরিচালনার কথা বলা হয়। সেই সময় এই অঞ্চলকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলা হতো। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ব্রিটিশ শাসকেরা জমিদারদের রাজস্ব আদায়কারী থেকে জমির মালিকে পরিণত করলো। জমিদাররা উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করতে গরীব কৃষকদের উপর বলপ্রয়োগ, জমি থেকে উচ্ছেদ প্রভৃতি নানা ধরনের অত্যাচার করতো। জমিদারদের লেঠেল ছাড়া ব্রিটিশদের পুলিশও এই ব্যাপারে জমিদারদের সহায়তা করতো। এই সবের বিরুদ্ধেই তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করলো সাঁওতালরা। ব্রিটিশ শাসকদের সহায়তায় জমিদার-মহাজন ব্যবস্থার লাগাম ছাড়া শোষণ-অত্যাচার, দুর্নীতি, দরিদ্র সাঁওতাল কৃষকদের এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য করলো।

দশ হাজার সাঁওতাল উপজাতি মানুষের সমাবেশ থেকে বিদ্রোহের কথা ঘোষিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ষাট হাজার উপজাতি মানুষ ব্রিটিশ শাসক, জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়। এই আন্দোলন সাময়িক সাফল্যও লাভ করে। ব্রিটিশ প্রশাসন এই বিদ্রোহকে রুখতে সর্ব শক্তি নিয়োগ করে। পনেরো হাজারেরও বেশি বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। সাঁওতাল আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করা হয়। সিধু এবং কানহু-কে গ্রেপ্তার করতে পারলে ব্রিটিশ সরকার পুরস্কার হিসেবে দশ হাজার টাকা ঘোষণা করে। সিধু-কানহু গ্রেপ্তার হয়। তাঁদের হত্যা করা হয়। এই দমন-পীড়নে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে সাঁওতাল উপজাতি গোষ্ঠীর গর্বের এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক হয়ে থাকে এই সাঁওতাল বিদ্রোহ।

চম্পারণ আন্দোলন (Champaran Movement) : ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বিহারের চম্পারণ জেলায় এই কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়। ব্রিটিশরা তাদের বেশি মুনাফার স্বার্থে অঞ্চলের কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করতো। প্রজাসত্ত্বের অন্যতম শর্ত হিসেবে খুব কম মজুরী কখনো বা মজুরী ছাড়াই কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করা হতো। এই সামান্য আয়ে তাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

গান্ধীজী ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরেন। চম্পারণের কৃষকদের সমস্যা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন অসাম্যের এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি গণআন্দোলন গড়ে তুলতে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন এখানেও সেই পদ্ধতিই প্রয়োগের কথা ভাবেন। ১৯১৬ সালে গান্ধীজী চম্পারণে যান। গরীব কৃষকদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করে সত্যগ্রহ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটিই ছিল ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যগ্রহ আন্দোলন। চম্পারণের এই কৃষক আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস পদ্ধতির এই আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ ব্রিটিশ প্রশাসকদের